মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন, ২০২০

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন, ২০২০)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য (জুন'২০ পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৭.৩৮[স/] শতাংশ যার বিপরীতে জুন'২০ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.৫৮ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৪.৮০ শতাংশ যার বিপরীতে জুন'২০ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৬১ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৫.৫০ শতাংশ এর বিপরীতে জুন'২০ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৫ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেলেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় সাধারণ মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ'২০ শেষের তুলনায় আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ রপ্তানি আয় হ্রাস পাওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২০ শেষে দাঁড়িয়েছে ২৪৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৩১০৬.৬৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৭৩৭.৩৫ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ১.২৫ শতাংশ ও ৪.৩৭ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ২.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং তলবি আমানত ১৫.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ১০.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১০.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০২০ শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৬৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৯.৮৮ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

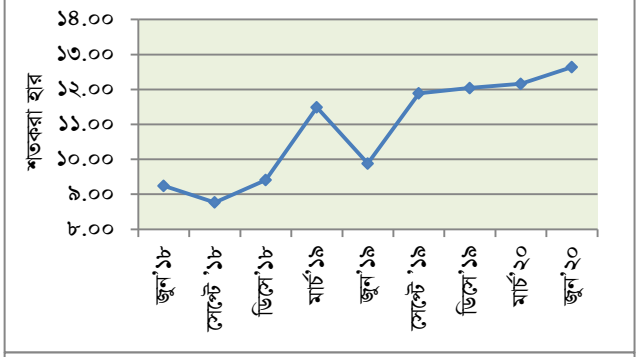

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

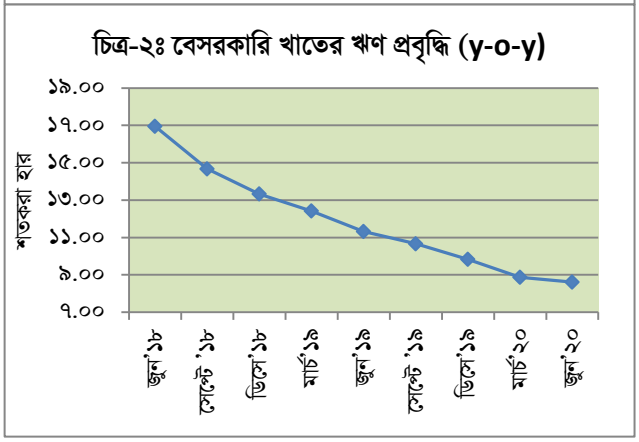

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১২৩০৪.৮১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০২৬.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে হ্রাস পেয়েছিল ০.৮২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০২০ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.৫৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১২.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে

ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি মার্চ, ২০২০ শেষের তুলনায় ৩১.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৪.৭৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৫৫.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ১৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.০৭ শতাংশ হ্রাস এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.২৭ শতাংশ এবং ৩.১২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২০ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৮.৬১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ছিল ১১.৩২ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ জুন ২০১৯ শেষের ৮৮.০৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন, ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৮৪.২৩ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৭.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০১৪.৭০ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে যথাক্রমে ১.৮৭ এবং ১.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২০ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ১০.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা জুন ২০১৯ শেষে ২.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৭২৯.১৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৪৪.৮৩ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৮.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৯৮.০৩ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে (-) ৫৬.৯২ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ২৬৩১.১৫ বিলিয়ন টাকা থেকে ২৭০.৬০ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ২৯০১.৭৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৬৭.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩৫.৫৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২০ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ১৯.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩৮.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২০ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৫.৫৬ শতাংশ যা জুন, ২০১৯ শেষেছিল ৫.৩২ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

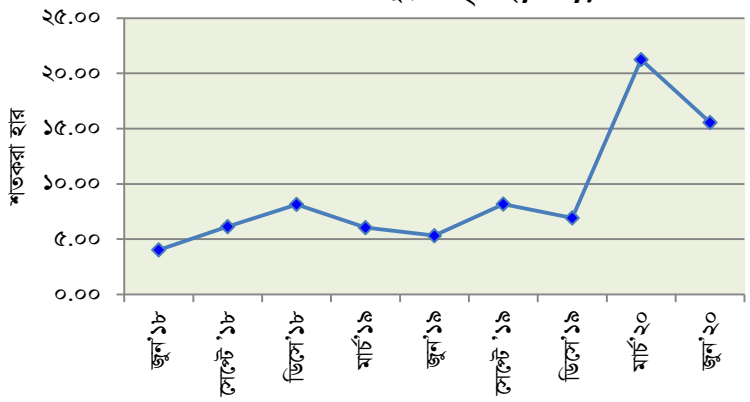

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

- গড় মূল্যস্ফীতি ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৬৫ শতাংশ ও ৬.০২ শতাংশ যা মার্চ'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৬০ শতাংশ ও ৫.৪৮ শতাংশ।
- গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৫২ শতাংশ ও ৫.৮৫ শতাংশ যা মার্চ'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৪৩ শতাংশ ও ৫.৮৬।
- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৫৪ শতাংশ ও ৫.২২ শতাংশ যা মার্চ'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৪.৮৭ শতাংশ ও ৬.৪৫ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

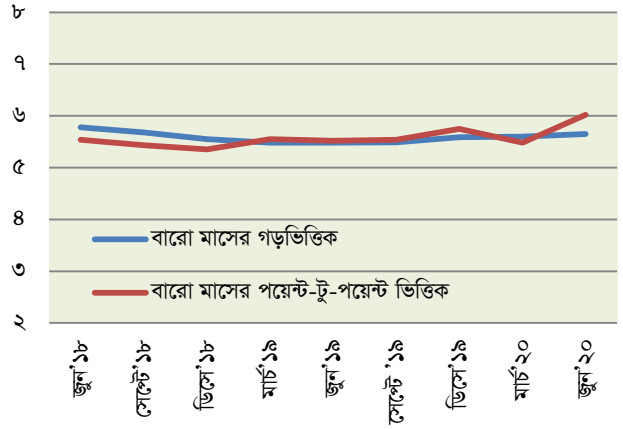

তারল্য পরিস্থিতিঃ জুন'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৮৪.৪০ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ২২৬৩.৪৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭১.০৮ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭৬৭.৩৯ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৪.১০ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৫৩.৫৮ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.৮২ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, মার্চ'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৮৮৯.৮৫ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

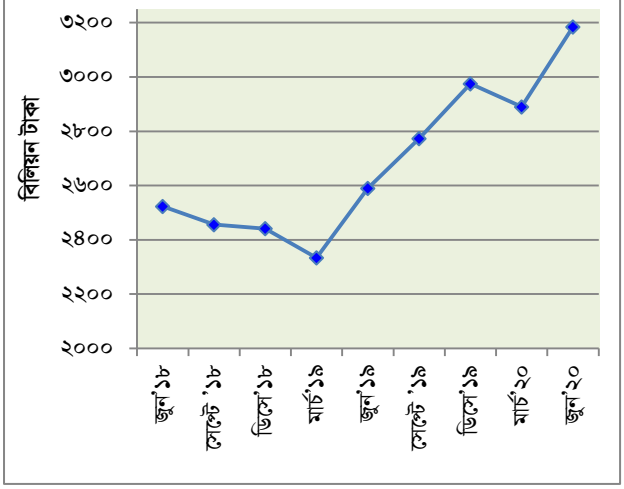

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি
(জুন, ২০২০)

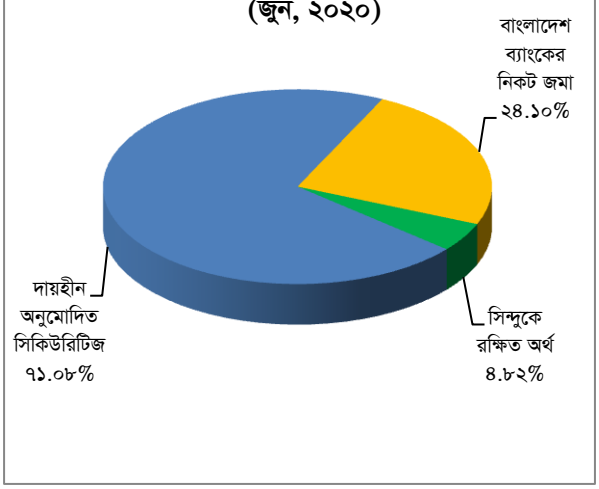

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানিঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৩.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪৫৮৮.৩১ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২১৩৫.১৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৪৫৩.১৪ বিলিয়ন টাকা বা ১১৪.৮৯ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, কলমানির ভারীত গড় সুদহার এপ্রিল'২০ শেষের ৫.০১ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে জুন'২০ শেষে ৪.৮৯ শতাংশে দাড়িয়েছে।

রেপোঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৪৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০৩ দিন মেয়াদি ৩৮৫.০৪ বিলিয়ন টাকার ৫৯৩টি, ০৭ দিন মেয়াদি ৫০৩.৭১ বিলিয়ন টাকার ৮৯৭টি, ১৪ দিন মেয়াদি ৩১.৭৩ বিলিয়ন টাকার ১২টি এবং ২৮ দিন মেয়াদি ১০৮.৪৪ বিলিয়ন টাকার ৯৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হারের পরিসীমা ছিল ৫.২৫ থেকে ৫.৫০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৫৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০৩ দিন মেয়াদি ২৫০৬.৮৯ বিলিয়ন টাকার ৩১৪১টি, ০৭ দিন মেয়াদি ৩৯৬.১১ বিলিয়ন টাকার ৫১৭টি, ১৪ দিন মেয়াদি ২৭.৯২ বিলিয়ন টাকার ৬৭টি এবং ২৮ দিন মেয়াদি ৩৭.৫২ বিলিয়ন টাকার ৪৩টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপোঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ০৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২৭৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৪৩.৪৪ বিলিয়ন টাকার ৪৭৬টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৩১৬.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৭৬.৮৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩৯.১৪ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ০৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ২৮০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮১.৫৬ বিলিয়ন টাকার ৪৭১টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ১৪৩.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৩.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৭.৪৭৫৩ শতাংশ থেকে ৯.০৩৮২ শতাংশ এবং ৭.৬৮০০ শতাংশ থেকে ৯.২০০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৬৮.১৯ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয় নি। ফলে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় ৩০ জুন, ২০২০ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ জুন'২০ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.০৬ শতাংশ। মার্চ, ২০২০ এবং জুন, ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.৫১ শতাংশ ও ৫.৪৩ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৯৫ শতাংশ। মার্চ, ২০২০ এবং জুন, ২০১৯ উভয় মাস শেষে এ সুদ হার ছিল ৯.৫৮ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৮৯ শতাংশ। মার্চ, ২০২০ শেষে এ সুদ হার ব্যবধান ছিল ৪.০৭ শতাংশ।

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতিঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ জুন, ২০২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মার্চ, ২০২০ শেষের ৮৪.৯৫ টাকা থেকে শতকরা ০.১২ ভাগ উপচিতি হয়ে ৮৪.৮৫ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। জুন, ২০২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.৪১ ভাগ উপচিতি হয়। জুন, ২০১৯ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪.৫০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৩০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ৫৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ৩০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ৮৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

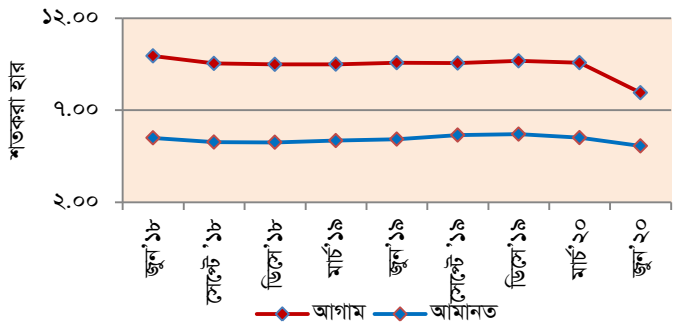

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

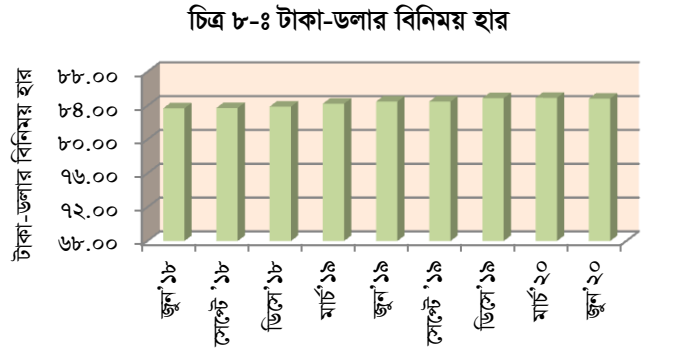

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক মার্চ, ২০২০ শেষের ১১৩.৭১ থেকে ০.৯৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১১২.৬০ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৩.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১.১৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাতঃ

রপ্তানিঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৫১.৩৪ শতাংশ ও ৫১.৪৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২১.৮৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১০৩৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৬৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৪৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭৮৩[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৬৩৪[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৩৯[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৮৯০[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫০[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৯৭৩[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদঃ বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামলূক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাস আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। জুন, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬০৩৭.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৭.৮৭ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। মার্চ, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৩২৫৭০.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.৬১ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, জুন, ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩২৭১৬.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.২৭ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৭ আগস্ট, ২০২০ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮০৯৯.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

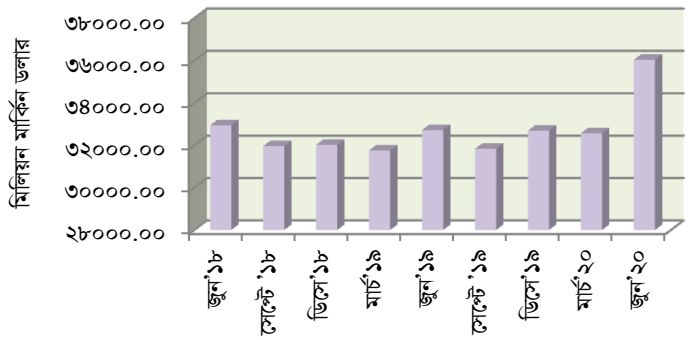

এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

স= সংশোধিত।
সা= সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর নভেল করোনা ভাইরাস এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় মুদ্রাবাজারে প্রয়োজনীয় তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসহ)-কে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায় এর নগদ জমা হার (CRR) বিদ্যমান দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫.০ শতাংশ এবং দৈনিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৪.৫ শতাংশ হইতে হ্রাস করে দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে ন্যূনতম ৪.০ শতাংশ এবং দৈনিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৩.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা হার (CRR) এর হার পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদী আমানত গ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে দৈনিক ১.৫ শতাংশ হারে সিআরআর সংরক্ষণ করতে পারবে। তবে, সংরক্ষণের পরিমাণ কোন দিনই ১.০০ শতাংশ এর কম হতে পারবে না।
- অর্থনীতির উপর কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঘোষিত বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নে মুদ্রাবাজারে তারল্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুতর করার লক্ষ্যে ৩৬০ দিন মেয়াদি বিশেষ রেপো (পুনঃক্রয় চুক্তি) প্রচলন করা হয়েছে।
- রপ্তানিখাতকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে Green Transformation Fund-এ ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পাশাপাশি আরও ২০০ মিলিয়ন ইউরোর তহবিল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সকল খাতের উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকদের তাদের পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য উক্ত ফান্ড হতে অর্থ সংস্থানের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ঘোষিত ৩০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতে চলতি মূলধন ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' নামে ৩ বছর মেয়াদি ১৫ হাজর কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে।
- রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর নভেল করোনা ভাইরাস এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কেবলমাত্র শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক বাজেট বরাদ্দ হতে ৫,০০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫,০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল খাতে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে কৃষি বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০২০

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন	মার্চ	ডিসেম্বর	জুন	মার্চ	জুন	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২০	২০২০	২০১৯	২০১৯	২০১৯	২০১৮	মার্চ'২০ এর	ডিসেম্বর'১৯ এর	মার্চ'১৯ এর	জুন'১৯ এর	জুন'১৮ এর
							তুলনায় জুন'২০	তুলনায় মার্চ'২০	তুলনায় জুন'১৯	তুলনায় জুন'২০	তুলনায় জুন'১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩০১৪.৭০	২৭৯২.৪৩	২৭৪১.২৭	২৭২৪.০০	২৬৭৪.৭৩	২৬৪৬.৭৪	২২২.২৭	৫১.১৬	৪৯.২৭	২৯০.৭০	৭৭.২৬
							(৭.৯৬)	(১.৮৭)	(১.৮৪)	(১০.৬৭)	(২.৯২)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১০৭২২.৬৫	১০৩১৪.২৪	১০২০৩.০৯	৯৪৭২.১১	৯০১১.০৭	৮৪৫৩.০৭	৪০৮.৪১	১১১.১৫	৪৬১.০৪	১২৫০.৫৪	১০১৯.০৪
							(৩.৯৬)	(১.০৯)	(৫.১২)	(১৩.২০)	(১২.০৬)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৩০২৬.৩৫**	**১২৩০৪.৮১**	**১২৪০৫.৯৯**	**১১৪৬৮.৮৫**	**১০৯৬২.৬০**	**১০২১৬.২৭**	৭২১.৫৪	-১০১.১৮	৫০৬.২৫	১৫৫৭.৫০	১২৫২.৫৮
							(৫.৮৬)	-(০.৮২)	(৪.৬২)	(১৩.৫৮)	(১২.২৬)
i) সরকারি খাত (নীট)	১৭৬১.৪৯	১৩৩৭.৬১	১৫৬৮.৬১	১১৩২.৭৩	৯২৫.১২	৯৪৮.৯৫	৪২৩.৮৮	-২৩১.০০	২০৭.৬১	৬২৮.৭৬	১৮৩.৭৮
							(৩১.৬৯)	-(১৪.৭৩)	(২২.৪৪)	(৫৫.৫১)	(১৯.৩৭)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	২৯২.১৫	৩০১.৪১	৩০৫.৮৬	২৩৩.৫৬	২৪০.৬২	১৯২.০০	-৯.২৬	-৪.৪৫	-৭.০৬	৫৮.৫৯	৪১.৫৬
							-(৩.০৭)	-(১.৪৫)	-(২.৯৩)	(২৫.০৯)	(২১.৬৫)
iii) বেসরকারি খাত	১০৯৭২.৭	১০৬৬৫.৭৯	১০৫৩১.৫২	১০১০২.৫৬	৯৭৯৬.৮৬	৯০৭৫.৩২	৩০৬.৯২	১৩৪.২৭	৩০৫.৭০	৮৭০.১৫	১০২৭.২৪
							(২.৮৮)	(১.২৭)	(৩.১২)	(৮.৬১)	(১১.৩২)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৩০৩.৭০	-১৯৯০.৫৭	-২২০২.৯০	-১৯৯৬.৭৪	-১৯৫১.৫৩	-১৭৬৩.২০	-৩১৩.১৩	২১২.৩৩	-৪৫.২১	-৩০৬.৯৬	-২৩৩.৫৪
							(১৫.৭৩)	-(৯.৬৪)	(২.৩২)	(১৫.৩৭)	(১৩.২৫)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৩৭৩৭.৩৫**	**১৩১০৬.৬৭**	**১২৯৪৪.৩৬**	**১২১৯৬.১১**	**১১৬৮৫.৮০**	**১১০৯৯.৮১**	৬৩০.৬৮	১৬২.৩১	৫১০.৩১	১৫৪১.২৪	১০৯৬.৩০
							(৪.৮১)	(১.২৫)	(৪.৩৭)	(১২.৬৪)	(৯.৮৮)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৩২৮২.৬৪	২৯১১.২৯	২৭৫৯.৩৮	২৭৩২.৯৩	২৫১৭.১৩	২৫৪৮.৯৪	৩৭১.৩৫	১৫১.৯১	২১৫.৮০	৫৪৯.৭১	১৮৩.৯৯
							(১২.৭৬)	(৫.৫১)	(৮.৫৭)	(২০.১১)	(৭.২২)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৯২১.১৫	১৭৩৩.৪৮	১৫৬৫.৮৩	১৫৪২.৮৭	১৪৪৬.৪৭	১৪০৯.১৮	১৮৭.৬৭	১৬৭.৬৫	৯৬.৪০	৩৭৮.২৮	১৩৩.৬৯
							(১০.৮৩)	(১০.৭১)	(৬.৬৬)	(২৪.৫২)	(৯.৪৯)
ii) তলবি আমানত	১৩৬১.৪৯	১১৭৭.৮২	১১৯৩.৫৬	১১৯০.০৬	১০৭০.৬৬	১১৩৯.৭৬	১৮৩.৬৭	-১৫.৭৪	১১৯.৪০	১৭১.৪৩	৫০.৩০
							(১৫.৫৯)	-(১.৩২)	(১১.১৫)	(১৪.৪১)	(৪.৪১)
খ) মেয়াদি আমানত	১০৪৫৪.৭	১০১৯৫.৩৭	১০১৮৪.৯৭	৯৪৬৩.১৮	৯১৬৮.৬৭	৮৫৫০.৮৭	২৫৯.৩৪	১০.৪০	২৯৪.৫১	৯৯১.৫৩	৯১২.৩১
							(২.৫৪)	(০.১০)	(৩.২১)	(১০.৪৮)	(১০.৬৭)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২৮৪৪.৮৩	২৭২৯.১৮	২৫০৯.১২	২৪৬১.৮৭	২২৫০.৯০	২৩৩৭.৪৩	১১৫.৬৫	২২০.০৬	২১০.৯৭	৩৮২.৯৬	১২৪.৪৪
							(৪.২৪)	(৮.৭৭)	(৯.৩৭)	(১৫.৫৬)	(৫.৩২)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯০১.৭৫	২৬৩১.১৫	২৫৯১.১৩	২৫৭১.৯৫	২৫১৩.৯১	২৫৩৫.১০	২৭০.৬০	৪০.০২	৫৮.০৪	৩২৯.৮০	৩৬.৮৫
							(১০.২৮)	(১.৫৪)	(২.৩১)	(১২.৮২)	(১.৪৫)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৫৬.৯২	৯৮.০৩	-৮২.০১	-১১০.০৮	-২৬৩.০১	-১৯৭.৬৭	-১৫৪.৯৫	১৮০.০৪	১৫২.৯৩	৫৩.১৬	৮৭.৫৯
							-(১৫৮.০৬)	-(২১৯.৫৩)	-(৫৮.১৫)	-(৪৮.২৯)	-(৪৪.৩১)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	৩৭১.১৫	২২২.০১	৩৪৪.৩৮	৩১১.৮৯	১১৭.৬১	২২৫.৭২	১৪৯.১৪	-১২২.৩৭	১৯৪.২৮	৫৯.২৬	৮৬.১৭
সরকারি খাতে নীট ঋণ							(৬৭.১৮)	-(৩৫.৫৩)	(১৬৫.১৯)	(১৯.০০)	(৩৮.১৮)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩৬০৩৭.০৩	৩২৫৭০.১৬	৩২৬৮৯.১৮	৩২৭১৬.৫১	৩১৭৫৩.২৯	৩২৯৪৩.৪৬					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৩১৮৪.৪০	২৮৮৯.৮৫	২৯৭৪.৯১	২৫৮৯.৮৮	২৩৩৩.৯৭	২৫২৩.২৭					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	২২৬৩.৪৩	১৯০৮.৪৭	২০৩১.৫৯	১৬৬৫.৮৫	১৪৩৯.৬৫	১৫৯৬.০৫					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৪.৮৫	৮৪.৯৫	৮৪.৯০	৮৪.৫০	৮৪.২৫	৮৩.৭০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১২.৬০	১১৩.৭১	১০৯.৪৯	১০৫.৭০	১০৬.৯২	১০০.৭০					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৬৫	৫.৬০	৫.৫৯	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৭৮					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।